ভূমিকা

'ডায়ারি'র অর্থ যদি হয় দৈনন্দিন ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা তবে তাকে বলা হবে ব্যক্তিক, কিন্তু যখন ডায়ারি লেখকের কাজকর্ম, কিংবা জগৎ ও জীবনের অবলোকনও পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তা হয়ে যায় নৈর্ব্যক্তিক। যাকিছু নৈর্ব্যক্তিক তাই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে কোনো সাহিত্য রচনা করেন নি। আমরা ডায়ারি এই ইংরাজি শব্দটির বাংলা অর্থ করছি দিনপঞ্জি বা দিনলিপি তখনই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ তারিখ ধরে তাঁর জীবৎকালের প্রতিটি দিনের পঞ্জি রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশ বা কলকাতা ছেড়ে যখনই ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বা অঞ্চলে, ভারতবর্ষ ছেড়ে এশিয়া, আরবদেশ বা য়ুরোপ আমেরিকায় তাঁর কাজ কর্মের উদ্দেশ্যে গেছেন তখনই তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর অবলোকন, তাঁর জগৎ ও জীবনের বীক্ষাকে সন-তারিখ উল্লেখে এমন রচনাশৈলীতে তুলে ধরেছেন তখন সেই সবরচনাকে ডায়ারি-ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে? কারণ ডায়ারির ইংরাজি ব্যাখ্যায় যেমন বলা হয়েছে 'A record of daily events', (তেমনি এ কথাও বলা হয়েছে 'a Personal of One's activities and experiences.' রবীন্দ্রনাথ জমিদার, রবীন্দ্রনাথ ছাত্র—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী, পেশাদার গ্রন্থকার, সংগঠক, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা, এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য অর্থসংগ্রহে ছুটে বেড়ানো—এসবই তাঁর অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক 'activities', আর এই 'activities'—এর মধ্য দিয়ে তাঁর জগৎ ও জীবনকে নিয়ে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন কখনো পত্রাকারে, কখনো আত্মজৈবনিক বিশ্লেষণে, কখনো নানা দেশ পর্যটনে বিশ্বলোককে ছুঁতে।

১৭ বছর বয়সে ছাত্র হিসেবে লন্ডন যাত্রা এবং পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে, পরীক্ষা না দিয়ে ভারতে ফিরে আসা যে সব কারণে, যে 'experience' লন্ডনে বসে উপার্জন করেছিলেন তারই লিখিত রূপ সন-তারিখ উল্লেখে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'।

পত্রগুলি বেশ দীর্ঘ। কিন্তু তারা বাণীরূপ প্রবন্ধের নয়, বা তার আবেদন ব্যক্তিক নয়; যেমন 'ছিন্নপত্রে'র পত্রগুলি—এক পিতৃব্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখছেন, হয়তো তাতে অনেক ব্যক্তিগত বিষয় ছিল কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে সম্পাদনা করে নৈর্ব্যক্তিক করে তুললেন। শিলাইদহে একবছর ও পাঁচবছরের জন্য জমিদারের কাজে জমিদার রূপেই গিয়েছিলেন—সেখানকার কাজকর্ম ছিল একজন বিষয়ীর, কিন্তু দিনের পর দিন লেখা পত্রগুলি পড়লে মনে হবে গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষগুলির নিত্যদিনের জীবনযাপন পদ্ধতি যেমন দেখেছেন—পাশাপাশি তাঁর কবিমন প্রকৃতি জগতের মধ্যে বিশ্ব জীবনকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। 'ছিন্নপত্রে' তাঁর প্রতিদিনের তথ্যতালিকা নেই তাতে আছে তাঁর কর্মী জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস—আছে বেদনা আবার আসক্তির উল্লাস।

এই সব কারণে—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র,' 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি', 'ছিন্নপত্র', 'জীবনস্মৃতি', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', 'জাভাযাত্রীর পত্র,' 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্যযাত্রী', 'পথেও পথের প্রান্তে', 'পথের সঞ্চয়', এবং 'ছেলেবেলা' গ্রন্থকে পত্রসাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য বা জীবনচরিত জাতীয় সাহিত্য বলে দায়সারা গোছের শ্রেণী নির্ণয় সংগত হবে না, এই শ্রেণীর গ্রন্থরচনায় রবীন্দ্রমানসকে প্রত্যক্ষ অনুভবে পেয়ে যায় রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠক, কিন্তু এগুলির বাণীরূপ, এর রচনাশৈলী যে বিশ্ব-সাহিত্যের এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। শ্রেণীগতভাবে এই গ্রন্থগুলির অন্যতম পত্রসাহিত্য 'ছিন্নপত্র' সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। তিনি এই লেখাগুলিকে ডায়ারি বলেছেন।

প্রখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক-সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্য বিচিত্রা' গ্রন্থে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ ডায়ারি লেখেন না, এই চিঠিগুলিকে তাঁহারা ডায়ারি লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই, মূল চিঠির যে-সব অংশে ব্যক্তিগত সাময়িক বিষয় ছিল, সে-সব কর্তিত হওয়াতে ডায়ারি নৈর্বক্তিকতা লাভ করিয়াছে।' অধ্যাপক প্রমথনাথের যুক্তির প্রতি সহমত পোষণ করে উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নৈর্ব্যক্তিক বাণীরূপ লক্ষ্য করে আমি প্রত্যেকটি গ্রন্থকেই 'ডায়ারি জাতীয় রচনা'

হিসেবে আলোচনা করতে চেয়েছি। এই গ্রন্থগুলি কখনো চিঠির ফর্মে, কখনো বর্ণনাপ্রধান, কখনো তুলনামূলক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে কোনোটাতে প্রবন্ধ-রূপ দেখা যায় নি। কারণ তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এ-সব বর্ণনা করেন নি। তাঁর পত্রজাতীয় রচনাগুলি নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ তা অবহিতও ছিলেন, তাই নিজের চিঠি সম্পর্কে নিজে লিখেছেন—

'আমার চিঠিগুলো চিঠি নয়, আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে, আমি চিঠি লিখতে পারিনে। এটা গর্ব করবার কথা নয়।....যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখে, আলাপ করে যায়,...ভারহীন সহজের রস হচ্ছে চিঠির রস, সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া, অল্প লোকের শক্তিতেই আছে।....যদি মনে না করো আমি অহংকার করছি তাহলে সত্যি কথা বলি, অল্পবয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম যা-তা নিয়ে, মনের সেই হালকা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে, এখন মনের ভিতর তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করি। চিন্তা করতে করতে— দাঁড় বেয়ে চলিনে জাল ফেলে ধরি, উপরকার ঢেউ-এর সঙ্গে আমার কলমের সামঞ্জস্য থাকে না।...পৃথিবীতে যারা চিঠি লেখায় যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অল্প।' (পথেও পথের প্রান্তে) চিঠি, ভ্রমণকাহিনী হাল্‌কা চালে সহজরসের লেখা। অদীক্ষিত পাঠক তা অনায়াসে উপভোগ করতে পারে। ডায়ারিধর্মী রচনা দীক্ষিত পাঠকের জন্য। কারণ এখানে লেখকের জীবন দর্শন উঁকি ঝুঁকি মারে। সেই জীবনদর্শন হয়ে ওঠে রচনার বাণীশিল্পে—স্টাইলের গুণে। আমার গবেষণার উদ্দেশ্য উল্লিখিত রচনাগুলির বাণীভঙ্গি বা স্টাইলকে খোঁজা। 'Style is the man' এই আপ্তবাক্যের ওপর নির্ভর করে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে খোঁজা।